
ঐক্যে
বরকত রয়েছে
16 July 2026
(For Islamic Brothers)
সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান
(Bangla)

ঐক্যে বরকত রয়েছে

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

১৬ জুলাই ২০২৬ইং এর সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযিলত ৩
বয়ান শোনার নিয়্যত ৪
বন্ধুর প্রতি ঘৃণা কেন হলো...? ৫
পরস্পরের অনৈক্য কাপুরুষ এবং দুর্বল বানায় ৭
আলাদা আলাদা থাকা শয়তানের পক্ষ থেকে ৮
ইসলাম এবং ঘৃণা দূরীকরণ কার্যক্রম ৯
আমাদের নবী আল্লাহ পাকের পাঠানো মজবুত রশি ১১
পারস্পরিক ভালবাসা অমূল্য নেয়ামত ১২
গুনাহ মিটিয়ে দেওয়ার সহজ আমল ১৩
মুসলমানদের উদাহরণ একটি দালানের মতো ১৫
ঐক্য হলো প্রকৃতির আইন ১৫
সম্পর্কের ভিত্তি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপর রাখুন! ১৭
ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ফযিলত ১৮
ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধির পদ্ধতি ১৯
(১) সালাম প্রসার করুন...! ১৯
(২) মুসাফাহা (অর্থাৎ হাত মেলানোর) অভ্যাস করুন! ২০
(৩) ত্যাগের প্রেরণা সৃষ্টি করুন...! ২০
(৪) কল্যাণকামী হোন...! ২১
পারস্পরিক সমবেদনার (Mutual sympathy) সংক্ষিপ্ত ফযীলত .. ২২
নেক আমল নাম্বার ৪৪ ..... ২৩
মুসাফাহা ও মুয়ানাকার আদব ২৪

ঘোষণা..... ২৫
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া ২৬
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:..... ২৬
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: ২৬
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: ২৭
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: ২৭
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: ২৭
(৬) দরূদে শাফায়াত: ২৮
(১) এক হাজার দিনের নেকী ২৮
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:..... ২৮
মুসাফাহা ও মুয়ানাকার অবশিষ্ট আদব..... ২৯
ঘরে প্রবেশ করার সময়ের দোয়া..... ৩০
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি..... ৩১
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: ৩২
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী ৩৪
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল..... ৩৪
মাসিক ৪টি নেক আমল ৩৫
বার্ষিক ৩টি নেক আমল..... ৩৫
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া..... ৩৫

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযিলত

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي وُكِّلَ بِهَا مَلَكٌ يُبَلِّغُنِي. وَكُفِيَ بِهَا اَمْرَ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ. وَكُنْتُ لَهُ شَهِيدًا اَوْ شَفِيعًا۔

প্রসিদ্ধ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, রাসূলে হাশেমী, মাক্কী-মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার কবরের কাছে আমার উপর সালাম পেশ করবে, আল্লাহ পাক তার উপর একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যে আমার নিকট তার সালামও পৌঁছাবে এবং তার দুনিয়া ও আখিরাতের কাজগুলোর জন্য যথেষ্ট হবে এবং এর পাশাপাশি আমি তার সাক্ষী হব (অথবা এটি ইরশাদ করেন যে,) আমি তার শাফায়াত করব। **(শুয়াবুল ঈমান, ২/২১৮, হাদীস: ১৫৮৩)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّیَّۃُ الصَّادِقَۃُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বন্ধুর প্রতি ঘৃণা কেন হলো...?

ঘটনা বর্ণনা করা হয় যে, ২ জন বন্ধু (Friends) ছিল, তাদের মধ্যে খুব গভীর ভালবাসা ছিল। একবার এমন হলো যে, অফিস থেকে ছুটি আসছিল, দুজনে মিলে কোথাও যাওয়ার প্রোগ্রাম করল। কথা ঠিক হলো, সময়, তারিখ এবং স্থান সব কিছু ঠিক করে নিল। এখন ছুটি হলো, দুই বন্ধু নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেল। যখন নির্ধারিত তারিখ এল তখন এক বন্ধু নিজের প্রস্তুতি নিয়ে, সফরের সরঞ্জাম ইত্যাদি নিয়ে দ্বিতীয় বন্ধুর বাড়িতে পৌঁছে গেল। বাড়িতে বেল (Bell) বাজাল, বন্ধু বাইরে এল; একদম শোকার্ত, মলিন চেহারা, একদম রুক্ষ সুর, না ভালোভাবে দেখা করল, না উষ্ণ ভঙ্গিতে অভ্যর্থনা জানাল, শুধু এভাবেই বসার ঘরে বসাল, পানি পান করাল, না কোনো কথা বলল, না খুশি প্রকাশ করল, কিছুই না। এই বন্ধু যে প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল, তার খুব খারাপ লাগল। সে বন্ধুর ভঙ্গি দেখে কুধারণা পোষণ করল এবং বলল: আমি যাই। সে এতেও কোনো প্রতিক্রিয়া (Response) দেখাল না, শেষ পর্যন্ত সেই বন্ধুটি মন খারাপ করে চলে গেল। এখন সে রাগে ছিল, সে বন্ধুকে বেওয়াফা, বদমেজাজী, অনৈতিক এবং না জানি কী কী মনে করে নিল। তার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিল, সম্পর্ক ছিন্ন করে নিল এবং একদম তার থেকে দূরে সরে গেল,দীর্ঘ সময়ের (Long time) পর তাদের দুজনের মধ্যে দেখা হলে সে মুখ ফিরিয়ে নিল, সালাম করাও পছন্দ করল না। দ্বিতীয় বন্ধু বলল: একবার আমার কথা শুনে নাও! তারপর যা ইচ্ছে তাই করো। বলল: ঠিক আছে! বলো কী বলবে। এখন প্রথম বন্ধু নিজের দুঃখ শোনাল, বলল: আমার কোনো সন্তান ছিল না, দীর্ঘ দিন পর আল্লাহ পাক একটি চাঁদের মতো ছেলে দান করেছিলেন, ঘরে খুশি আর খুশি ছিল। তারপর

তাকদীরের লিখন এমন হলো যে, আমার সেই একমাত্র ছেলেটি যা অনেক দোয়ার পর পেয়েছিলাম, সে মারা গেল। যে সময় তুমি আমার বাড়িতে এসেছিলে, তার কিছুক্ষণ আগেই ছেলের ইন্তেকাল হয়েছিল, বাড়িতে কান্নাকাটি চলছিল, সবাই শোকে কাতর ছিল। যখন তুমি আসলে তখন বুঝে উঠতে পারছিলাম না কী করব, তারপর ভাবলাম; তার ছুটি নষ্ট না করি, অতএব বাড়ির লোকদের চুপ করালাম, নিজের চোখের পানি মুছে তোমার সাথে দেখা করলাম এবং পানি পান করিয়ে বিদায় দিলাম। ঐ সময় দুঃখের যে পাহাড় আমার উপর ভেঙে পড়েছিল, এমন অবস্থায় এইটুকুই করতে পারতাম, আমাকে ক্ষমা করে দাও! এই কথা যখন শুনল তখন বন্ধুর পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে গেল। সে যে আগে সামনের জনকে ভুল বুঝছিল, এখন সে অনুভব করল যে, আসলে ভুল তো আমার ছিল।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনটি হয়; সামনের জন আমাদের সালামের উত্তর দেয়নি, অবহেলার সাথে কথা বলেছে, পানি পর্যন্ত পান করায়নি, এমন কথাগুলোকে আমরা নিজেদের অন্তরে লালন করতে থাকি, কুধারণার আগুনে জ্বলতে থাকি, এর দ্বারা শুধু ঘৃণাই বৃদ্ধি পায়। সামনের জনের সাথে দেখা করে কথা বলুন, নিজের ভুল ধারণা বা অভিযোগ তার সাথে শেয়ার করে নিন, যদি তার ভুল হয় তবে সে মেনে নেবে, আপনার ভুল ধারণা হলে তা দূর করে দেবে। এভাবে সম্পর্ক, আত্মীয়তা, নিজেদের ভালোবাসা, প্রেম এবং ভ্রাতৃত্ব অক্ষত থেকে যাবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোসের বিষয় যে, আমাদের সমাজে অনৈক্য, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি বেড়েই চলেছে, ঘরে ঘরে ঝগড়া, ভাই ভাইয়ের কলার ধরতে প্রস্তুত।

✯ অনেক মানুষকে বলতে শোনা যায়: মিয়াঁ এই দুনিয়ায় ভাল হয়ে থাকা তো সম্ভবই নয়, আমরা তো ভালর সাথে ভাল আর বদমাশের সাথে বদমাশ! ✯ এই কথা শুধু বলেই না, করেও দেখানো হয় ✯ সামান্য বিষয় নিয়ে প্রথমে মুখ খারাপ করা, তারপর হাতাহাতি, এরপর ছুরি চালানো বরং গুলি পর্যন্ত চলে যায়।

মুসলমানরা! আপনারা তো একে অপরের রক্ষক ছিলেন, আপনাদের কী হয়েছে? আমাদের প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী তো এটাই যে, মুমিনের উদাহরণ একটি শরীরের মতো যে, যদি একটি অঙ্গের কষ্ট হয় তবে সারা শরীর সেই কষ্ট অনুভব করে। **(বুখারী, কিতাবুল আদাব, পৃষ্ঠা: ১৪৯৯, হাদীস: ৬০১১)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করার পরিবর্তে একে অপরের সহমর্মী ও দুঃখের সাথী হওয়া উচিত। মুসলমান একে অপরকে মারার, কাটার এবং লুণ্ঠন করার লোক নয় বরং ঘৃণা মেটানোর এবং ভালবাসা বৃদ্ধিকারী হয়।

পরস্পরের অনৈক্য কাপুরুষ এবং দুর্বল বানায়

পারা: ১০, সূরা: আনফাল, আয়াত: ৪৬-এ ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করোনা। করলে

رِيْحُكُمْ
(পারা ১০, সূরা আনফাল, আয়াত ৪৬)

পুনরায় সাহস হারাবে এবং তোমাদের সঞ্চিত বায়ু বিলুপ্ত হতে থাকবে।

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করো, মতভেদে লিপ্ত হও তবে তোমাদের শান-শওকত শেষ হয়ে যাবে এবং বিজয় ও সাহায্যের রহমত ভরা বাতাস তোমাদের দিকে মনোযোগ দেবে না, তখন তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

(তাফসীরে নঈমী, পারা: ১০, সূরা: আনফাল, ৪৬নং আয়াতের পাদটীকা, ১০/২৬-২৭)

আলাদা আলাদা থাকা শয়তানের পক্ষ থেকে

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সা'লাবাহ খুশানী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: মানুষের অভ্যাস ছিল যে, সফর চলাকালীন কোনো গিরিপথ বা উপত্যকায় অবস্থান করলে ছড়িয়ে পড়ত (অর্থাৎ আলাদা আলাদা হয়ে বসে পড়ত)। তখন আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল, রাসূলে মকবুল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয়ই তোমাদের এই গিরিপথ ও উপত্যকায় আলাদা আলাদা থাকা শয়তানের পক্ষ থেকে। এরপর মানুষ যখনই কোনো জায়গায় অবস্থান করত, তখন এক জায়গায় মিলেমিশে থাকত। **(আবু দাউদ, পৃষ্ঠা: ৪১৮, হাদীস: ২৬২৮)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কুরআন হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: (আলাদা আলাদা থাকা শয়তানের পক্ষ থেকে, কারণ) তোমাদের এভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে শয়তান সুযোগ পায় যে, কাফেরদের দিয়ে তোমাদের উপর আক্রমণ করিয়ে দেবে। কারণ তারা বুঝবে যে, এই লোকগুলো আলাদা আলাদা আছে, তাদের উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ো, তারা একে অপরকে সাহায্য করতে পারবে না। এভাবে আলাদা আলাদা অবস্থান করা বিপদজনক। মুফতী সাহেব

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও বলেন: যেমন শারীরিক দূরত্ব বিপদজনক, তেমনি অন্তরের দূরত্বও শয়তানী প্রভাবে হয় এবং অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুসলমানদের শুধু শরীরগুলোকে একত্রিত করেননি বরং তাদের অন্তরকেও এক করে দিয়েছেন। মুসলমানরা এক প্রাণ এবং এক জান। আল্লাহ পাক মুসলমানদের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং ঐক্য নসীব করুন।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৪৯৪)

ইসলাম এবং ঘৃণা দূরীকরণ কার্যক্রম

মদীনা মুনাওয়ারায় আরবের ২টি গোত্র থাকত, একটির নাম আউস, অন্যটির নাম খাযরাজ। আউস ও খাযরাজ আগে তো খুব ঐক্য ও সংহতির সাথে মিলেমিশে থাকত কিন্তু পরে এই দুই গোত্রের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল। এমনকি শেষ লড়াই যা 'জঙ্গে বুয়াস' নামে পরিচিত; এই যুদ্ধ এতটাই ভয়াবহ এবং রক্তক্ষয়ী ছিল যে, এতে আউস ও খাযরাজের প্রায় সমস্ত নামকরা বীর লড়াই করে করে মারা গেল। এভাবে নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার কারণে এই দুই গোত্র চরম দুর্বল হয়ে গেল।

ইসলাম কবুল করার পর নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বদৌলতে আউস ও খাযরাজের সমস্ত পুরনো মতভেদ শেষ হয়ে গেল এবং এই দুই গোত্র নিজেদের মধ্যে ভালবাসা ও মমতার সাথে থাকতে শুরু করল। এই লোকেরা ইসলাম এবং মুসলমানদের অঢেল সাহায্য ও সহায়তা (Support) করেছে, এজন্য রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই ভাগ্যবানদের 'আনসার' উপাধি দান করেছেন। **(সীরাতে মুস্তফা, পৃষ্ঠা: ১৪৯-১৫০)** আনসার মানে হলো; সাহায্যকারী।

www.dawateislami.net

একবার আউস ও খাযরাজের কিছু লোক মিলেমিশে বসে ভালবাসা ভরা কথা বলছিল এমন সময় সেখান দিয়ে একজন অমুসলিম গেল। সে যখন দেখল যে, ইসলাম আউস ও খাযরাজের মধ্যবর্তী মতভেদ দূর করে তাদের ভালবাসা ও একনিষ্ঠতার রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে, তা দেখে সে হিংসায় লিপ্ত হলো এবং সে একজন অমুসলিম যুবককে ঐ কবিতাগুলো মুখস্থ করালো যা বুয়াস যুদ্ধ সম্পর্কে আউস ও খাযরাজের কবিরা বলেছিল। তারপর তাকে বলল যে, আউস ও খাযরাজের মজলিসে গিয়ে বসে তাদের এই কবিতাগুলো শোনাও! যখন তারা এই কবিতাগুলো শুনল তখন আউস ও খাযরাজের আবেগ আবারও উথলে উঠল, এমনকি সবাই অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে গেল। যখন রাসূলে করীম, রউফ ও রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা জানতে পারলেন তখন তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্রুত তাশরীফ আনলেন, উভয় গোত্রকে থামালেন এবং ইরশাদ করেন: আমি তোমাদের মধ্যে উপস্থিত আছি আর তোমরা জাহেলিয়াতের যুদ্ধ লড়তে যাচ্ছ? প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নসীহত শুনে তারা উভয়েই বুঝতে পারল যে, এটি শয়তানী চাল এবং অমুসলিমদের ষড়যন্ত্র ছিল। অতএব উভয় গোত্র তাওবা করল এবং একে অপরকে জড়িয়ে ধরল এবং ভালবাসার সাথে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে এল। এই সময়ে এই আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হলো এবং নির্দেশ হলো: **(আসবাবুন নুযূল, পৃষ্ঠা: ৯৩)**

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ۪

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো সবাই মিলে। আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা।

আল্লামা কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতে আল্লাহ পাক নিজেদের মধ্যে ভালবাসা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং অনৈক্য (অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে ফাটল ধরা বা দলে দলে বিভক্ত হওয়া) থেকে নিষেধ করেছেন। কারণ নিজেদের মধ্যে মতভেদ হলো ধ্বংস আর নিজেদের মধ্যে ভালবাসা ও সম্প্রীতি হলো মুক্তি। আয়াতের একটি অর্থ বর্ণনা করে আল্লামা কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: উদ্দেশ্য হলো; হে মানুষ! নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষা এবং বিভিন্ন স্বার্থের পেছনে চলে মতভেদে লিপ্ত হয়ো না বরং দ্বীনে ভাই ভাই হয়ে যাও।

(তাফসীরে কুরতুবী, পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, ১০৩ নং আয়াতের পাদটীকা ২/১০৪)

আমাদের নবী আল্লাহ পাকের পাঠানো মজবুত রশি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতের কিছু অংশ শুনলাম; এতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের রজ্জু তথা রশিকে মজবুতভাবে ধরে রাখো...!!

এই আল্লাহ পাকের রশি কী? এ সম্পর্কে একটি উক্তি হলো যে, এর দ্বারা আমাদের প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই হলেন সেই মজবুত রশি, যা ধরে এক হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইমাম শরফুদ্দীন বুসীরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান বর্ণনা করে বলেন:

دَعَا اِلَى اللهِ فَالْمُسْتَمْسِكُوْنَ بِهٖ | مُسْتَمْسِكُوْنَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْفَصِمِ

(দেওয়ানে বুসীরী, পৃষ্ঠা: ১৬৭)

অনুবাদ: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষকে আল্লাহর দিকে ডেকেছেন; তো যেসব লোক হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতের আঁচল

আঁকড়ে ধরেছে, তারা এমন এক মজবুত রশি ধরেছে, যা কখনো ছিঁড়বে না।

এখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতে করীমার অর্থ দাঁড়াবে যে, হে মুমিনগণ...!! প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহের আঁচল মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো! নিজেদের লড়াই-ঝগড়া সব ত্যাগ করো! ইশকে মুস্তফা বুকে সাজিয়ে সবাই নিজেদের মধ্যে এক হয়ে যাও!

পারস্পরিক ভালবাসা অমূল্য নেয়ামত

পারা: ১০, সূরা: আনফাল এর ৬৩ নং আয়াত ইরশাদ হচ্ছে:

وَاَلَّفَ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مَّاۤ اَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَیْنَهُمْؕ

(পারা ১০, সূরা আনফাল, আয়াত ৬৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং তাদের হৃদয়ের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন। যদিও তোমরা দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তাদের অন্তরসমূহের মধ্যে ভালবাসা স্থাপন করতে পারতেনা কিন্তু আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহকে ভালবাসা দ্বারা মিলিয়ে দিয়েছেন।

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে করীমার আলোকে বলেন: আরবের পারস্পরিক শত্রুতা এবং পাষাণ হৃদয়ের অবস্থা এমন ছিল যে, তারা গোত্র ও বংশে বিভক্ত ছিল। যদি এক গোত্রের লোক অন্য গোত্রের বাচ্চাকে একটি থাপ্পড় মারত তবে উভয় গোত্র তীর ও তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়ত এবং অত্যন্ত রক্তক্ষয় যুদ্ধ হতো যা শতাব্দী ধরে চলত। মদীনার আনসার (অর্থাৎ) আউস এবং খাযরাজের মধ্যে ১২০ বছর কঠিন যুদ্ধ

চলেছে, তাদের মিলনের কোনো আশাই ছিল না। দরূদ হোক সেই দয়ালু সত্তা (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর, যিনি তাদের সবাইকে এক করে দিয়েছেন; এমন এক যে, ঐ লোকেরা কয়েকটি শরীর কিন্তু এক হৃদয় বরং এক প্রাণ হয়ে গেল।

এই আয়াতে করীমায় হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মুজিযার আলোচনা রয়েছে যে, হে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সমস্ত আরববাসীর শত্রুতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, যদি আপনি সমস্ত বাহ্যিক কারণ, দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ খরচ করে তাদের মেলাতে চাইতেন তবে তারা মিলত না। এটি তো আমার রহমত, আপনার মুজিযা যে, কয়েক দিনে তারা সবাই মিলেমিশে একাকার (অর্থাৎ সত্যিখার বন্ধু বরং ভাই ভাই) হয়ে গেল। **(তাফসীরে নঈমী, পারা: ১০, সূরা: আনফাল, ৬৩ নং আয়াতের পাদটীকা, ১০/৮০)** মুফতী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও বলেন: এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, মুসলমানদের ঐক্য আল্লাহ পাকের বড় নেয়ামত এবং তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ ও অনৈক্য আল্লাহর আযাব।

(তাফসীরে নঈমী, পারা: ১০, সূরা: আনফাল, ৬৩ নং আয়াতের পাদটীকা, ১০/৮২)

গুনাহ মিটিয়ে দেওয়ার সহজ আমল

একবার হযরত মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের মধ্যে ভালবাসা রক্ষাকারীরা যখন নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব পোষণ করে, যখন তাদের মধ্যে একজন অন্যের দিকে এগিয়ে যায়, নিজের ভাইয়ের হাত ধরে এবং তার জন্য মুচকি হাসে; তখন তাদের দুজনের ত্রুটিগুলো এমনভাবে মুছে যায় যেভাবে গাছের পাতা ঝরে। **(মাউসুয়াতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৮/১৭৪, হাদীস: ১১৫)** একটি বর্ণনায় রয়েছে: তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

বলেন: যখন কোনো ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে দেখা করে, তার সাথে মুসাফাহা করে (অর্থাৎ হাত মেলায়) তবে তাদের দুজনের গুনাহ এমনভাবে ঝরে যায়, যেমন ঝড়ো বাতাসে পাতা ঝরে। তাঁর এই কথা শুনে একজন ব্যক্তি অবাক হয়ে বলল: নিশ্চয়ই এটি তো খুব ছোট আমলের মাধ্যমে (অর্থাৎ এত সহজ আমলে এত বড় পুরস্কার কীভাবে মিলতে পারে)? হযরত মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (হে ব্যক্তি!) তুমি কি আল্লাহ পাকের বাণী শোনোনি:

(তাফসীরে দুররে মনসুর, পারা: ১০, সূরা: আনফাল, ৬৩নং আয়াতের পাদটীকা, ৪/১০০)

وَاَلَّفَ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مَّاۤ اَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَیْنَهُمْؕ

(পারা ১০, সূরা আনফাল, আয়াত ৬৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং তাদের হৃদয়ের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন। যদিও তোমরা দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তাদের অন্তরসমূহের মধ্যে ভালবাসা স্থাপন করতে পারতেনা কিন্তু আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহকে ভালবাসা দ্বারা মিলিয়ে দিয়েছেন।

অর্থাৎ দুই হৃদয়ের পারস্পরিক ভালবাসা যার ফলে মানুষ একে অপরের সাথে দেখা করে এবং হাত মেলায়; এই ভালবাসা কোনো ছোট কাজ নয়, এটি তো অমূল্য নেয়ামত যা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করেও অর্জন করা সম্ভব নয়।

মুসলমানদের উদাহরণ একটি দালানের মতো

একটি হাদীসে পাকে ইরশাদ করেন: এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য দালানের মতো যে, একে অপরকে মজবুত করে; এটি ইরশাদ করার সময় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ১৯০, হাদীস: ৪৮১)**

ঐক্য হলো প্রকৃতির আইন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্প্রীতি, ঐক্য, সংহতি প্রকৃতির আইন। কখনো এই মহাবিশ্বের দিকে চিন্তা করুন! দুনিয়ার সারা সিস্টেম একটি গভীর সংযোগ এবং সম্পর্কের সাথে চলছে, কুদরতের সৃষ্টি করা প্রতিটি ছোট-বড় জিনিস নিজেদের মধ্যে সুসংগত। সূর্য, চাঁদ, তারা, বাতাস, মেঘ, ফল, ফুল, উদ্ভিদ, পশুপাখি ইত্যাদি সবার দিকে চিন্তা করুন! এই সবই একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে পূর্ণ সম্প্রীতির সাথে কাজ করছে; জমিন এবং আসমানের মধ্যে কত দূরত্ব? প্রায় ৫০০ বছরের পথ, এত দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও জমিনে পাওয়া জিনিসগুলো এবং আসমানের দিকের জিনিসগুলো নিজেদের মধ্যে সংযুক্ত (Connected) ✯ সূর্য উদিত হয়, জমিনে দিন আসে ✯ সূর্য অস্ত যায়, জমিনে রাত নেমে আসে ✯ যদি সূর্য অস্ত না হতো, রাত না আসত তবে আমাদের শরীরের বিশ্রাম হতো না, এভাবে আমাদের স্বাস্থ্য বিশেষ করে আমাদের হজম প্রক্রিয়া ধ্বংস হয়ে যেত ✯ যদি সূর্যের আলো না থাকত তবে জমিনে পাওয়া জিনিসগুলোর রঙ দেখা যেত না, প্রতিটি জিনিস রঙহীন মনে হতো ✯ আমাদের ঘড়ি সূর্যের গতিতে চলে ✯ সূর্য যখন আসমানের ঠিক মাঝখানে আমাদের মাথার উপর দিয়ে যায় তখন গরম আসে, এতে দুনিয়া উত্তাপ পায়, গাছপালা, ফল ও ফুলের বিকাশ ঘটে, সমুদ্রের পানি গরম হয়, এতে বাষ্প তৈরি হয়,

www.dawateislami.net

মেঘ জমে, বৃষ্টি বর্ষিত হয় ✯ যখন সূর্য আসমানে একপাশে ঝুকে চলে তখন শীত আসে ✯ কৃষক জমিনে বীজ বপন করে, ওদিকে জমিনের ভেতরে বীজের পানির প্রয়োজন পড়ে, এদিকে মেঘ জমে বৃষ্টি হয় এবং বীজকে পানি সরবরাহ করা হয় ✯ ফলের পরিপক্কতা ✯ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ✯ ঋতু পরিবর্তন ✯ দিন-রাতের হ্রাস-বৃদ্ধি ✯ জোয়ার-ভাটা, এই সবই জমিনের বিষয় কিন্তু এই সবকিছুর সম্পর্ক সৌরজগতের সাথে ✯ কৃষক ভাইয়েরা যারা চাষাবাদ করে তাদের কাছে সূর্য ও চাঁদের অনেক গুরুত্ব থাকে। মোটকথা জমিনের বিষয় এবং আসমানের দিকের বিষয়গুলোর নিজেদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে, এদের একে অপরের উপর গভীর প্রভাব রয়েছে এবং এই মহাবিশ্ব শতাব্দী ধরে এই গভীর সম্পর্কের মাধ্যমেই চলছে। কুদরতের এই বিস্ময়গুলো দেখে জবান থেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বের হয়:

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ﴿۱۴﴾

(পারা ১৮, সূরা মুমিনুন, আয়াত ১৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতএব, মহা মঙ্গলময় হন আল্লাহ, সর্বোত্তম স্রষ্টা।

হে আশিকানে রাসূল! সম্ভবত এই ঐক্য এবং সম্প্রীতির বরকত যে, মহাবিশ্বের সিস্টেমের কোনো লক্ষ্য কখনো দেরি হয় না। কখনো কি আপনি শুনেছেন যে, কমলা যা শীতের ফল, এবার দেরির কারণে কমলা গ্রীষ্মে আসবে এবং আম যা গ্রীষ্মের ফল তা এবার শীতে আসবে? স্টোর করে রাখা আলাদা বিষয়, ফল আসা এবং পাকতে কখনো দেরি হয়নি। কৃষক বীজ বপনে দেরি করতে পারে কিন্তু ফল, ফুল, সবজি ইত্যাদি নিজের সময়েই হয়। হাজার হাজার বছর পার হয়ে গেছে, মহাবিশ্বের লক্ষ্যসমূহ কখনো দেরির শিকার হয়নি। এটি ঐ ঐক্যেরই বরকত।

এজন্য আমাদের উচিত নিজেদের সফলতার জন্য নিজেদের মধ্যে ঐক্য এবং সংহতি সৃষ্টি করা, নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে থাকা, ঝগড়া-বিবাদ থেকে বাঁচা, গীবত-চোগলখোরি থেকে বাঁচা, অনৈক্য থেকে বাঁচা এবং সমস্ত মুসলমান মিলেমিশে একে অপরের সহমর্মী হয়ে, একে অপরের দুঃখ-বেদনা ভাগ করে নিয়ে, সুখে-দুঃখে একে অপরের আশ্রয় হয়ে মিলেমিশে ঐক্য ও সংহতির সাথে জীবন অতিবাহিত করা। اِنْ شَآءَ الله আমরা এই দুনিয়াতেও উন্নতি করব এবং আখিরাতেও সফল হব।

সম্পর্কের ভিত্তি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপর রাখুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের এখানে ঘর এবং মহল্লার ভেতরে যে ঝগড়া-বিবাদ হয় তার আসল ভিত্তি জানেন কী? এর মৌলিক কারণ হলো; আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে না। সাধারণত আদান-প্রদান বা বদলা নেওয়ার সিস্টেম থাকে ✯ অমুক আমাকে ডাকে না অতএব আমিও তাকে ডাকি না ✯ অমুক আমার সাথে দেখা করে না অতএব আমিও তার সাথে দেখা করি না ✯ অমুক নিজের বিয়েতে আমাকে ডেকেছিল অতএব আমিও তাকে ডাকব ✯ অমুক আমার পিতা বা দাদার জানাযায় এসেছিল অতএব আমিও তার আত্মীয়ের জানাযায় যাব ✯ অমুক আমাকে সম্মান দেয় আমি তাকে সম্মান দেব, অথচ এই আদান-প্রদান বা বদলা নেওয়ার যে ব্যবস্থা তা ইসলামী আদর্শই নয় বরং এটি নাস্তিক্যবাদের আদর্শ। ঘর, মহল্লা এবং সমাজে সম্পর্কের ভিত্তি আদান-প্রদানের উপর রাখা এটি বেদ্বীনদের দেওয়া চিন্তা, ইসলাম সম্পর্কের ভিত্তি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপর রেখেছে। ইসলাম সভ্যতা (Civilization), আচরণ, চরিত্র (Character)

সবকিছুর ভিত্তি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপর রেখেছে। ✯ একজন প্রকৃত মুসলমান অন্যদের সাথে এজন্য নেকী করে না যে কাল সে-ও তার সাথে নেকী করবে বরং তার উদ্দেশ্য রবের সন্তুষ্টি হয় ✯ একজন প্রকৃত মুসলমান অন্যদের কষ্ট দেওয়া থেকে এজন্য বিরত থাকে না যে, সে কষ্ট থেকে বাঁচবে ✯ আমরা অন্যদের সাথে এজন্য মুচকি হেসে দেখা করি না যে, অন্যরা আমাদের দেখে হাসবে ✯ আমরা কারো আর্থিক সাহায্য (Financial Support) এজন্য করি না যে, কাল আমাদেরও সাহায্য করা হবে বরং ইসলাম আমাদের শিখায় যে, আমরা এখানে যা কিছু করব তা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য করব। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُكِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۶۲﴾

(পারা ৮, সূরা আনআম, আয়াত ১৬২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আপনি বলুন, ‘নিঃসন্দেহে আমার নামায, আমার কুরবানি সমূহ, আমার জীবন এবং আমার মরণ-সবই আল্লাহর জন্য, যিনি প্রতিপালক সমগ্র জাহানের।

এটি ইসলামী সভ্যতার সৌন্দর্য। যখন এই ভিত্তি পূর্ণরূপে সমাজে মিশে যাবে তখন ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ মিটে যাবে; সমাজে লিল্লাহিয়াত, ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা, গভীর বন্ধুত্ব এবং প্রাণ উৎসর্গ করার প্রেরণা বিকশিত হবে।

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ফযিলত

✯ আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: আমার জালালের (অর্থাৎ দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য নয় বরং আমার মহত্ত্ব জেনে

আমার আনুগত্যের) কারণে পারস্পরিক ভালবাসা রক্ষাকারীরা কোথায়? আজ (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) যখন আমার আরশের ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া নেই, আমি তাদের নিজের আরশের ছায়ায় জায়গা দান করব। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৯৯৬, হাদীস: ২৫৬৬)** ☆ হযরত মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: আমার সন্তুষ্টির জন্য পারস্পরিক ভালবাসা রক্ষাকারীদের জন্য, আমার সন্তুষ্টির খাতিরে একসাথে বসা ব্যক্তিদের জন্য, আমার সন্তুষ্টির জন্য একে অপরের সাথে সাক্ষাৎকারীদের জন্য এবং আমার সন্তুষ্টির জন্য একে অপরের উপর খরচকারীদের জন্য আমার ভালবাসা ওয়াজিব হয়ে গেল।

(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, পৃষ্ঠা: ৫০৩, হাদীস: ১৮২৮)

ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধির পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত আমরা আমাদের ঘরে, আমাদের মহল্লায়, আমাদের সমাজে ঐক্য ও সংহতি এবং ভালবাসা ও ভাতৃত্বের পরিবেশ তৈরি করি। এর জন্য কী করতে হবে? কয়েকটি পদ্ধতি আরয করছি:

(১) সালাম প্রসার করুন...!

পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বাড়ানোর একটি খুব সহজ পদ্ধতি হলো সালাম। প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا تَدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ حَتّٰی تُؤۡمِنُوۡا। তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না ঈমান আনবে! وَ لَا تُؤۡمِنُوۡا حَتّٰی تَحَابُّوۡا। আর তোমরা ততক্ষণ (কামিল) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালবাসবে। তারপর ইরশাদ করলেন: আমি কি তোমাদের সেই কথাটি

www.dawateislami.net

বলব না, যার উপর আমল করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে? اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ নিজেদের মধ্যে সালাম প্রসার করো।

(আবু দাউদ, পৃষ্ঠা: ৮০৯, হাদীস: ৫১৯৩)

(২) মুসাফাহা (অর্থাৎ হাত মেলানোর) অভ্যাস করুন!

একইভাবে মুসাফাহা করার অভ্যাসও ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা বৃদ্ধির মাধ্যম। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: একে অপরের সাথে মুসাফাহা করো! এতে অন্তরের কুটিলতা (অর্থাৎ অন্তরে লুকিয়ে থাকা শত্রুতার আবেগ) দূর হয়ে যায়। **(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, পৃষ্ঠা: ৪৮৩, হাদীস: ১৭৩১)**

(৩) ত্যাগের প্রেরণা সৃষ্টি করুন...!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পারস্পরিক ভালবাসা সৃষ্টি এবং তা বজায় রাখার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আত্মত্যাগ। কাশফুল মাহজুবে রয়েছে: ত্যাগের বাস্তবতা হলো বান্দা নিজের সাথীর হকের হিফাযত করবে এবং নিজের হক ছেড়ে দেবে। নিজের সাথীকে আরাম দিতে নিজে কষ্ট সহ্য করবে এবং নিজের আরামকে সাথীর আরামের উপর কুরবানি করে দেবে। **(কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ২৩৮)**

হে আশিকানে রাসূল! একে অপরের জন্য এগিয়ে গিয়ে আত্মত্যাগের অভ্যাস করুন! অন্যদের আরাম পৌঁছানোর মন তৈরি করুন। যখন আমরা আমাদের মুসলমান ভাইদের সাথে এমন একনিষ্ঠ হয়ে যাব, তাদের জন্য ত্যাগ দেওয়ার মন তৈরি করে নেব তবে اِنْ شَآءَ الله পারস্পরিক

ভালবাসা বাড়বে, সমস্যা সমাধান হবে এবং আল্লাহ পাক চাইলে পারস্পরিক মতভেদের অবসান হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) কল্যাণকামী হোন...!

হে আশিকানে রাসূল! পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্য সর্বদা অন্যদের কল্যাণকামী হোন, প্রত্যেকের ভালো চিন্তা করুন, কখনো স্বার্থপর হবেন না। দেখুন! দুনিয়ার একমাত্র সত্তা যিনি লক্ষ-কোটি বরং বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষকে সম্প্রীতি দান করেছেন অর্থাৎ আমাদের আক্বা ও মওলা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, আল্লাহ পাক তাঁর উচ্চতর গুণাবলী বর্ণনা করে ইরশাদ করেন:

عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১২৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যাঁর নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু।

এগুলো রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি উচ্চতর গুণ: (১) তাঁর জন্য উম্মতের কষ্টে পড়া অপছন্দনীয়। (২) তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের অনন্য কল্যাণকামী। (৩) তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের গোলামদের উপর অত্যন্ত মেহেরবান বা সদয়।

আমাদেরও উচিত যে, আমরা আমাদের আক্বা ও মওলা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণে এই গুণগুলো গ্রহণ করে নেয়া। অন্যদের

কষ্ট থেকে বাঁচানোর প্রতিটি সম্ভাব্য চেষ্টা করা, অন্যদের জন্য সহজতা সৃষ্টি করা, প্রত্যেকের কল্যাণ কামনা করা, কল্যাণকামী হওয়া; কোনো গরীব হলে তাকে সাহায্য করা, অসুস্থের সেবা করা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, নিজের মুসলমান ভাইদের আর্থিক ও শারীরিক সহযোগীতা করা এবং নিজের সমস্ত মুসলমান ভাইদের উপর সর্বদা মেহেরবানী বা দয়া প্রদর্শনকারী হওয়া।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একে অপরের দুঃখে শরীক হওয়া, ব্যথা ভাগ করে নেওয়া, অন্যদের সাথে কল্যাণ করাকে সমবেদনা (Sympathy) বলে। অতএব সমবেদনা প্রকাশকারী হোন! اِنْ شَآءَ الله পারস্পরিক ভালবাসা বাড়বে।

পারস্পরিক সমবেদনার (Mutual sympathy) সংক্ষিপ্ত ফযীলত

প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোনো শোকাহত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেবে আল্লাহ পাক তাকে তাকওয়ার পোশাক পরাবেন এবং রূহদের মাঝে তার রূহের উপর রহমত বর্ষণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেবে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের এমন ২টি পোশাক দান করবেন যার মূল্য পুরো দুনিয়ার চেয়েও বেশি। **(মু'জামু আওসাত, ৬/৪২৯, হাদীস: ৯২৯২)** ✯ একটি বর্ণনায় আছে: যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের একটি দুনিয়াবী কষ্ট দূর করবে আল্লাহ পাক তার থেকে কিয়ামতের একটি কষ্ট দূর করবেন। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১০০০, হাদীস: ২৫৮০)** ✯ অন্য একটি বর্ণনায় আছে: আর যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাবে আল্লাহ পাক তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১০০০, হাদীস:**

২৫৮০) ✯ হাদীসে পাকে রয়েছে: সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল মুমিনের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশ করানো, চাই তা তাকে কাপড় পরিয়ে হোক বা খাবার খাইয়ে অথবা তার কোনো প্রয়োজন পূরণ করে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, পৃষ্ঠা: ৬৮৮, হাদীস: ৩)

এই ফযিলতগুলো অর্জনের জন্য মানুষের সাথে বেশি বেশি সমবেদনা প্রকাশ করুন! কল্যাণকামী হোন! ✯ মুসলমান ভাই অসুস্থ হলে সেবা করুন! ✯ কারো কোনো ক্ষতি হলে সমবেদনা প্রকাশ করুন! দুঃখ ভাগ করে নিন! সাহায্য করার সামর্থ্য থাকলে সাহায্যও অবশ্যই করুন! ✯ গরীবদের দুঃখ ভাগ করে নিন! নিজের মাসিক আয় থেকে কিছু না কিছু গরীবদের জন্য রাখুন! ✯ কেউ আপনার ঋণ ফেরত দিতে চাইলে তাকে অবকাশ দিন! তার সাথে নম্রতা অবলম্বন করুন! ✯ দুঃখ-কষ্টে সান্ত্বনা ও সাহস দিন। اِنْ شَآءَ الله দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নসীব হবে। আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমল নাম্বার ৪৪

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঐক্য ও সংহতির পরিবেশ তৈরি করতে, পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি করতে, অন্যদের কাজে আসার স্পৃহা পেতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সাথে প্রতিটি মুহূর্তে যুক্ত থাকুন! ১২টি দ্বীনি কাজে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করুন! اِنْ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়ার বরকত অর্জিত হবে। ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত প্রদত্ত ৭২টি নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (Fill) করার মাধ্যমে নেক কাজ করার তৌফিক মিলে এবং গুনাহ থেকে বাঁচার অভ্যাস তৈরি হয়। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নেক আমলের পুস্তিকা নিয়মানুবর্তিতা সাথে পূরণ করার এবং জমা দেওয়ার তৌফিক দান করুন। নেক আমলের পুস্তিকায় একটি নেক আমল নাম্বার ৪৪ হলো: "আপনি কি আজ কোনো মুসলমানের দোষ প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর (শরীয়ত সম্মত কারণ ব্যতীত) তার সেই দোষ অন্য কারো কাছে প্রকাশ করেননি তো?" প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দোষ গোপন রাখাও এমন এক আমল, যা মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে এবং কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক দোষ গোপনকারীর দোষগুলো ঢেকে রাখবেন। আল্লাহ পাক আমাদের অন্যদের দোষের উপর পর্দা ঢেকে রাখার এবং শরীয়ত সম্মত কারণ ব্যতীত কারো দোষ অন্যদের কাছে প্রকাশ করা থেকে রক্ষা করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুসাফাহা ও মুয়ানাকার আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন ২ জন ইসলামী ভাই পরস্পরের মধ্যে মিলিত হবেন তখন প্রথমে সালাম করবেন এবং তারপর উভয় হাত মেলাবেন; কারণ সাক্ষাতের সময় সালাম ও মুসাফাহা করা সুন্নাতে সাহাবা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বরং সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৩৫৫) মুসাফাহা এবং মুয়ানাকার নিয়ত: হাত মেলানোর সুন্নাতকে জীবিত রাখব, সুন্নাত অনুযায়ী উভয় হাত দিয়ে কোনো আড়াল ছাড়াই মুসাফাহা করব, মুসাফাহা চলাকালীন দরূদ শরীফ পড়ব, মুয়ানাকা (অর্থাৎ কোলাকুলি)

করার সুন্নাত আদায় করব। সুন্নাত, আদব এবং হিকমতসমূহ: ✯ হযরত কাতাদাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে জিজ্ঞাসা করলেন: সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان কি নিজেদের মধ্যে মুসাফাহা করতেন? তখন হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। **(বুখারী, ৪/১৭৭, হাদীস ৬২৬৩)** ✯ যখন দুই বন্ধু পরস্পরের মধ্যে মিলিত হয়, মুসাফাহা করে এবং নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদে পাক পড়ে তখন তাদের উভয়ের আলাদা হওয়ার পূর্বেই দুজনের পূর্বের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৭১, হাদীস ৮৯৪৪)** ✯ হাত মেলানোর সময় দরূদ শরীফ পড়ে সম্ভব হলে এই দোয়াটিও পড়ে নিন: یَغۡفِرُ اللّٰہُ لَنَا وَلَکُم (অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমাদের এবং আপনাদের ক্ষমা করুন)। মুসাফাহা করার সময় যে দোয়া চাওয়া হয়, তা কবুল হয়। যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: দুই মুসলমান হাত মেলানোর সময় যে দোয়া চাইবে তা কবুল হবে, এমনকি হাত আলাদা হওয়ার আগেই উভয়ের ক্ষমা (মাগফিরাত) হয়ে যাবে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৪/২৮৬, হাদীস ১২৪৫৪)

হিকমত: নিজেদের মধ্যে হাত মেলানোর দ্বারা শত্রুতা দূর হয়। **(১০১টি মাদানী ফুল, পৃষ্ঠা: ৭)** ✯ উভয় পক্ষ থেকে একটি করে হাত মেলানো সুন্নাত নয়, মুসাফাহা দুই হাত দিয়ে করা সুন্নাত; কিছু মানুষ শুধু আঙ্গুলগুলো নিজেদের মধ্যে ঠেকিয়ে দেয় এটিও সুন্নাত নয়। **(১০১টি মাদানী ফুল, পৃষ্ঠা: ৮)**

ঘোষণা

মুসাফাহা ও মুয়ানাকার অবশিষ্ট আদব তরবিয়তী হালকায় বর্ণনা করা হবে, অতএব তা জানার জন্য তরবিয়তী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন। صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১৬ জুলাই ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

মুসাফাহা ও মুয়ানাকার অবশিষ্ট আদব

মুসাফাহা করার (অর্থাৎ হাত মেলানোর) সময় সুন্নাত হলো হাতে রুমাল ইত্যাদি যেন আড়াল না থাকা এবং তালুর সাথে তালু মিলানো; প্রত্যেকে নিজের ডান হাত অন্যের ডান হাতের সাথে এমনভাবে মিলাবে যেন প্রত্যেকের ডান হাত অন্যজনের উভয় হাতের মাঝখানে থাকে। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৪৭১)** ✯ মুসাফাহা করার সময় একে অপরের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে সামান্য চাপ দিতে হবে। **(বাহারে শরীয়ত)** হিকমত: বৃদ্ধাঙ্গুলিতে একটি রগ আছে যা ধরার দ্বারা ভালবাসা সৃষ্টি হয়। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৪৭১)** ✯ কিছু মানুষ মুসাফাহা করার পর নিজের হাত নিজেই চুম্বন করে; এটি মাকরূহ। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৪৭২)** ✯ মুয়ানাকা (অর্থাৎ কোলাকুলি করা) সুন্নাত। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ৮/৬১৪)** ✯ নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জাফর বিন আবি তালিব رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর সাথে মুয়ানাকা করলেন আর উভয় চোখের মাঝখানে চুম্বন করলেন। **(আবু দাউদ, ৪/৪৫৫, হাদীস: ৫২২০)** ✯ দুই ঈদের নামাযের পর মুসলমানদের সাথে মুয়ানাকার রেওয়াজ আছে এবং এটিও আনন্দ প্রকাশের একটি পদ্ধতি। এই মুয়ানাকাও জায়িয, যতক্ষণ তা ফিতনার কারণ না হয়, যেমন কোনো সুদর্শন বালকের সাথে মুয়ানাকা করা, কারণ এটি ফিতনার স্থান। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৪৭১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ঘরে প্রবেশ করার সময়ের দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাত ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী "ঘরে প্রবেশ করার সময়ের দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَسْئَلُكَ خَیْرَالْمَوْلَجِ وَ خَیْرَالْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

অনুবাদ: হে আল্লাহ পাক আমি আপনার কাছে প্রবেশ করার এবং বের হওয়ার স্থানগুলোর কল্যাণ প্রার্থনা করছি, আল্লাহ পাকের নামে আমরা ভেতরে আসলাম এবং আল্লাহ পাকের নামে বাইরে বের হলাম এবং আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করলাম।

(মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃষ্ঠা: ২০৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (<) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ

ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد